হাদীছ বুঝার কিছু মৌলিক নীতিমালা

ইসলামী শারীয়া'হ আল-ক্বুরআনের পরেই হাদিছকে মর্যাদা দিয়েছে। ইসলামী বিধানে আইনের উৎস হিসাবে ক্বুরআনের পরেই হাদিছের অবস্থান।

তাইতো জীবনের সকল সমস্যা সমাধানে আমাদেরকে আল্লাহর কিতাবের শরণাপন্ন হতে হবে। আল-ক্বুরআনে পাওয়া না গেলে হাদীছ দেখতে হবে। বর্নিত হয়েছেঃ

ইয়ামানের লোকজন ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল সাঃ ইয়ামানের গভর্নর হিসাবে মুয়া'য বিন জাবাল রাঃকে নিযুক্ত করেন (এবং তাকে ইয়ামান পাঠিয়ে দেন)। যাত্রাকালে রাসূল সাঃ বললেনঃ মুয়া'য! কোনো সমস্যা দেখা দিলে কি ভাবে সমাধান করবে?
মুয়া'য বললেনঃ আল্লাহর কিতাব মেনে।
রাসূল সাঃ বললেনঃ আল্লাহর কিতাবে না পাওয়া গেলে কি করবে?
মুয়া'য বললেনঃ রাসূলের সুন্নাহ মতে।
রাসূল সাঃ বললেনঃ রাসূলের সুন্নাতে না পাওয়া গেলে কি করবে?
মুয়া'য বললেনঃ তখন ইজতিহাদ করব।
রাসূল সাঃ তার বুক চাপড়ালেন এবং বললেনঃ সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি রাসূলের দূতকে এমন সক্ষমতা দান করেছেন যাতে রাসূল সন্তুষ্ট। (আহমাদ, আবু-দাউদ, তিরমিযীঃ হাদীছটি কারো মতে সাহীহ, আর কারো মতে দ্বাইফ)

উক্ত হাদীছ থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় ইসলামী শারীয়া'হ মতে আইনের উৎস হিসাবে আল-কুরআন সবার উপরে। এবং আল-কুরআনের পরই হাদীছের অবস্থান। সুতরাং আসুন এবার হাদীছ সম্পর্কে জেনে নেই।

হাদীছ পরিচিতিঃ রাসূল সাঃর কথা, কাজ, কোন কাজের প্রতি সমর্থন ও গুনাগুনকে হাদীছ বলে।

হাদীছ মানাঃ বিশ্বাস করা ও মানার ব্যাপারে হাদিছকে মোট ৮টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যথাঃ

১. মুতাওয়াতির
২. মাশহুর
৩. সাহীহ
৪. হাসান
৫. দ্বাইফ

৬. দ্বাইফ জিদ্দান

৭. মাতরুক

৮. মাওদ্বু'।

হাদীছকে এভাবে শ্রেণী বিন্যাসের কারন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূল সাঃর কথা, কাজ, কোন কাজের প্রতি সমর্থন ও গুনাগুনকে হাদীছ বলা হয়।

আমরা রাসূল সাঃকে দেখিনি বা রাসূল সাঃ থেকে সরাসরি শুনিনি। রাসূলের হাদীছ আমরা বিভিন্ন কিতাব থেকে সংগ্রহ করে থাকি।

হাদীছের কোন কিতাব রাসূলের নিজের লিখা নয় বা রাসূল সাঃ থেকে সরাসরি শুনেছেন এমন কারো লিখা নয়।

হাদিছের কিতাব যারা লিখেছেন তারা কেউ রাসূল সাঃকে দেখেননি বা রাসূল সাঃ থেকে সরাসরি শুনেননি। এসব হাদীছ তারা সংগ্রহ করেছেন ধারাবাহিক বর্ননার মাধ্যমে।

হাদিছ বর্ননার এই ধারাবাহিকতাকে **ইসনাদ** বলা হয়। আর বর্ননার ধারাকে বলা হয় হাদিছের **সনদ**। যেমন বুখারীর একটি হাদিছের সনদে বলা হয়েছে,

ইমাম বুখারী বলেছেনঃ আমাদের কাছে হাদীছটি বর্ননা করেছেন **আব্দুল্লাহ বিন মুসা**, উনাদেরকে এই হাদিছের সংবাদটি দিয়েছেন **হানযালাহ বিন আবু-সুফিয়ান**। উনি হাদীছটি সংগ্রহ করেছেন **ই'করামাহ বিন খালিদ** থেকে, ই'করামাহ হাদীছটি সংগ্রহ করেছেন **আব্দুল্লাহ বিন উ'মার** থেকে, আব্দুল্লাহ বিন উ'মার বলেছেন, **রাসূল সাঃ** বলেছেনঃ ইসলামের মূল ভিত্তি পাঁচটিঃ

১. এই মর্মে সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল।

২. সালাত কায়েম করা।

৩. যাকাত আদায় করা।

৪. হাজ্জ করা

৫. রামাদ্বানের রোজা রাখা। (বুখারীঃ ৮, মুসলিমঃ ১৬)

যারা হাদীছ সংগ্রহ করে লিপিবদ্ধ করেছেন উনাদেরকে হাদীছের **ইমাম** বলা হয়। যারা হাদীছটি বর্ননা করেছেন তাদের বলা হয় **রাওয়ী**। আর বর্নিত হাদিছকে বলা হয় **রিওয়ায়াত**।

যেমন উল্লেখিত হাদিছে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হলেন হাদিছের ইমাম। আর আব্দুল্লাহ বিন মুসা, হানযালাহ বিন আবু-সুফিয়ান, ই'করামাহ বিন খালিদ ও আব্দুল্লাহ বিন উ'মার, উনারা হলেন রাওয়ী।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উল্লেখিত হাদিছটি সংগ্রহ করে কিতাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে হাদিছের ইমাম ও রাসূল সাঃর মধ্যখানে ৪জন রাওয়ী রয়েছেন।

এই রাওয়ীগণের গুনগত মানের কারণেই হাদীছ মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক ও মাওদ্বু' হয়।

বিষয়টি সঠিক ভাবে বুঝতে হলে এর আগে আরো একটি বিষয় বুঝতে হবে। আর তা হল শয়তানের একটি চালঃ

রাসূলগণ যখন জনতার সামনে কথা বলেন তখন মাঝে মাঝে শয়তান রাসূলের কথার সাথে তার কথাকে যুক্ত করে দেয়। শয়তান তার কথাকে রাসূলের কথার সাথে মিশিয়ে এমন ভাবে উপস্থাপন করে যাতে সাধারণ মানুষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তারা শয়তানের কথাকে রাসূলের কথা মনে করে বিভ্রান্ত হয় এবং এসব কথাকে আমলে নিয়ে নেকির কাজ মনে করে পাপের পথে ধাবিত হয়।

যেসব মানুষ ক্বুরআন হাদীছ সম্বন্ধে পরিপক্ষ জ্ঞান রাখে না অথচ দ্বীন মেনে চলতে চায় তাদের বিভ্রান্ত করতে ইহা শয়তানের একটি কার্যকারী কৌশল। ইরশাদ হচ্ছেঃ

তোমার আগে যত রাসূল ও নবী পাঠিয়েছি তারা (জনতার সামনে) আল্লাহর বাণী পাঠ করলে শয়তান তাতে সংযোজন করে দিত। পরে আল্লাহ শয়তানের সংযোজন থেকে তার বানীকে সুসংহত করতেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাকৌশলী। (২২ হাজ্জঃ ৫২)

বর্নিত আছে একদা রাসূল সাঃ ক্বুরাইশ নেতাদের সামনে ক্বুরআন পাঠ করছিলেন। তিনি সূরাহ নাজম পড়ছিলেন। যখন ১৯ ও ২০তম আয়াতে পৌছলেন যেখানে বলা হয়েছেঃ

“তোমরা কি ভেবে দেখেছো লাত ও উজ্জাহর কথা। আর তৃতীয় আরেকটি মানাতের কথা”?

তখন শয়তান এর সাথে যুক্ত করে দিল “এসব অতি সুন্দর ও মহান। এদের শাফায়াত গ্রহণযোগ্য’’।

লোকজন ভাবল একথাও রাসূল সাঃ বলেছেন। রাসূলের মুখে দেবতাদের প্রশংসা শুনে মুশরিকরা খুব খুশি হয়েছিল। (তাফসীর জালালাইন, তাফসীর নাসাফী, তাফসীর কুরতুবীঃ ২২:৫২ এর তাফসীর প্রসঙ্গে)

রাসূল সাঃর ইন্তেকালের পরও শয়তান তার চাল অব্যাহত রেখেছে। নবীর নামে অনেক মিথ্যা কথা বানিয়ে রটিয়ে দিয়েছে। কখনো মানুষের মাথায় আইডিয়া দিয়ে আর কখনো নিজে মানুষের রূপ ধরে রাসূলের নামে হাজারো মিথ্যা কথা রটিয়েছে।

(তাইতো দেখা যায় কোন মুহাদ্দিছ এক শহরে লোকজনকে হাদীছ শিখিয়েছেন। কিছুদিন পর অনেক খুঁজাখুঁজি করেও উনার খুঁজ পাওয়া যায়নি।) আর এসব রটনাকে হাদীছ হিসাবে মেনে নিয়ে শয়তানের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে কত মানুষ।

শয়তানের এই ফাঁদ থেকে মুসলমানদের বাঁচানোর জন্য নিরলস ভাবে কাজ করেছেন হাদিছের ইমামগণ। তারা আজীবন মেহনত করে শয়তানের রটানো হাজারো কথার ভাণ্ডার থেকে রাসূল সাঃর হাদিছকে আলাদা করেছেন।

কাজটি করতে গিয়ে তারা হাজার হাজার রাওয়ী ও রিওয়ায়াত সম্বর্কে চুলচেরা বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান করেছেন। আর এই অনুসন্ধানের আলোকেই হাদিছকে মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ, হাসান, দ্বাইফ, দ্বাইফ জিদ্দান, মাতরুক ও মাওদ্বু’ ইত্যাদি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা হয়েছে। যেমনঃ

মুতাওয়াতিরঃ যে হাদিছের রাওয়ী অনেক অনেক বেশী। এতো বেশী রাওয়ী হাদীছটি বর্ননা করেছেন যে, এতো মানুষ এক সাথে একই ব্যাপারে মিথ্যা বলার কোন অবকাশ থাকে না। এবং রাওয়ীর এই আধিক্য সর্বযুগেই বিদ্যমান থাকে (কোন যুগেই দশের কম হয় না)। এমন হাদিছকে মুতাওয়াতির বলা হয়। যেমন ফরজ নামাযের সংখ্যা ও রাকায়াত সম্পর্কিত হাদীছ।

মুতাওয়াতির রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ হবার ব্যাপারটি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণিত। তাই মুতাওয়াতির হাদীছ মেনে নেয়া অত্যাবশ্যক। মুতাওয়াতির হাদীছ না মানলে কুফর হয়। বিধান ও আক্বাইদ সব ব্যাপারেই মুতাওয়াতির হাদীছ দলীল হয়।

আল্লামাহ জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহিঃ মুতাওয়াতির হাদীছ সংকলন করে একটি আলাদা কিতাব লিখেছেন। যার নামঃ আল-আজহার আল-মুতানাছিরাহ ফি-ল-আখবার আল-মুতাওয়াতিরাহ।

জালালুদ্দীন সুয়ুতী রাহিঃ উল্লেখিত কিতাবের একটি তালখীস ও লিখেছেন যা ৩১২ পৃষ্টা সম্বলিত এক খন্ডে ছাপা হয়েছে।

ইমাম মুহাম্মাদ বিন জা'ফার মুতাওয়াতির হাদীছ সংগ্রহ করে একটি আলাদা কিতাব রচনা করেছেন। তিনি এর নাম দিয়েছেনঃ নাজমু-ল-মুতানাছির মিনা-ল-হাদীছ আল-মুতাওয়াতির।

মাশহুরঃ যে হাদীছের রাওয়ী মুতাওয়াতির হাদিছের মত বেশী নয়। তবে কোন কালেই তিনের কম হয়নি। এমন হাদিছকে মাশহুর বলা হয়।

মাশহুর হাদীছ সাহীহও হতে পারে বা অন্য কিছুও হতে পারে। মাশহুর হাদীছের তিন বা অধিক সনদ সাহীহ হলে মোটামোটি আস্বস্থ হওয়া যায় যে, ইহা রাসূলের হাদীছ।

মাশহুর হাদীছ সাহীহ হলে অন্যান্ন হাদীছের চেয়ে এর গুরুত্ব বেড়ে যায়। তখন ইহা মেনে নেওয়া আবশ্যক হয়ে যায়।

মাশহুর হাদীছ সাহীহ হলে বিধান ও আক্বাইদ সব ব্যাপারেই দলীল হিসাবে গণ্য হয়। তবে মাশহুর হাদীছ না মানলে কুফর হয় না।

সাহীহঃ যে হাদিছে সনদের ধারাবাহিকতা সঠিক ভাবে বিদ্যমান, যার সকল রাওয়ী যোগ্যতা সম্পন্ন, পুর্ন বিশ্বস্থ এবং হাদীছের পরিভাষায় যাবতীয় ত্রুটিমুক্ত। যারা রাসূল সাঃর উপর মিথ্যা বলবে বলে মনে হয় না। তাদের রিওয়ায়াতকে সাহীহ বলে।

মুতাওয়াতির ও মাশহুর ব্যতীত অন্যসব সাহীহ হাদিছের ব্যাপারে পুরা আস্বস্থ হওয়া না গেলেও ইহা রাসূলের হাদীছ হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী।

তাই আক্বাইদের ক্ষেত্রে এমন হাদীছ দলীল হয় না। তবে বিধানের বেলায় দলীল হিসাবে মেনে নয়া হয়। এমন হাদীছ না মানলে কুফর হয় না।

হাদীছ সাহীহ হবার বিচারে সকল ইমামের বিচার বা শর্তারোপ সমান নয়। কেউ কেউ এব্যাপারে খুব কড়াকড়ি করেছেন, কেউ একটু ঢিলাঢালা। তাই সকল সাহীহ হাদীছের মান সমান নয়। আর এজন্যই মুহাদ্দিছ ইমামগণ সাহীহ হাদীছকে ৭টি স্তরে সাজিয়েছেন। যেমনঃ

১. প্রথম সারির সাহীহ হিসাবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা বুখারী ও মুসলিম উভয় কিতাবে স্থান পেয়েছে।

প্রথম সারির সাহীহ হাদীছ সমূহ সংগ্রহ করে একটি স্বতন্ত্র কিতাবও সংকলন করা হয়েছে। এর নামঃ আল-লুঅ্লুউ ওয়া-ল-মারজান ফী-মাত্তাফাক্বা আ'লাইহি-শ-শাইখান।

২. ২য় সারির সাহীহ হিসাবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা শুধু বুখারীতে স্থান পেয়েছে।

৩. ৩য় সারির সাহীহ হিসাবে ওইসব হাদীছকে ধরা হয় যা শুধু মুসলিমে স্থান পেয়েছে।

৪. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম উভয়ের বিচারে সাহীহ কিন্তু তাদের কিতাবে লিখা হয়নি।

৫. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম বুখারীর বিচারে সাহীহ কিন্তু বুখারীতে লিখা হয়নি।

উল্লেখ্য ইমাম বুখারী বলেছেনঃ আমি এক লক্ষ সাহীহ আর দুই লক্ষ অন্য হাদীছ মুখস্ত করেছি। (তাইসীর মুস্তালাহ আল-হাদীছঃ পৃঃ ৩৭)

আর এক লক্ষ সাহীহ হাদীছের মাঝে মাত্র চার হাজার হাদীছ বুখারীতে লিখা হয়েছে। তবে একই হাদীছ একাধিক বার লিখার কারনে বুখারীর মোট হাদীছ সংখ্যা দাড়িয়েছে ৭২৭৫ এ। (তাইসীর মুস্তালাহ আল-হাদীছঃ ৩৮)

৬. তারপর ওইসব হাদীছ যা ইমাম মুসলিমের বিচারে সাহীহ কিন্তু মুসলিমে লিখা হয়নি।

৭. তারপর ওইসব হাদীছ যা অন্য ইমামগণের বিচারে সাহীহ।

তবে মুসতাদরাক হা'কিম, সাহীহ ইবন হি'ব্বান, সাহীহ ইবন খুজাইমাহ ইত্যাদি ইমামগণ অনেক সহজ শর্তে হাদীছকে সাহীহ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তাই উনাদের বর্নিত অনেক সাহীহ হাদীছও অন্যদের কাছে দ্বাইফ। সুতরাং উনাদের বর্নিত সাহীহ হাদীছ গ্রহণের ক্ষেত্রেও একটু সতর্ক থাকা ভাল।

হাসানঃ যে হাদিছের রাওয়ী বিশ্বস্থ। তবে পুরা মান সম্পন্ন নয়। এমন হাদীছকে হাসান বলা হয়। হাসান হাদীছ অনেকটা সাহীহ হাদিছের মতই।

দ্বাইফঃ দ্বাইফ অর্থ দুর্বল। যে হাদিছের এক বা একাধিক রাওয়ীর ব্যাপারে পুরা আস্বস্থ হওয়া যায় না। এমন রিওয়ায়াতকে দ্বাইফ বলা হয়।

দ্বাইফ রিয়াওয়াত আসলে হাদীছ কি না, এব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যায়। তাই আক্বিদাহ বা বিধান কোন ব্যাপারেই দ্বাইফ হাদীছ দলীল হয় না। তবে শুধু দোয়া ও ফাজাইলের ব্যাপারে শোনা হয়।

দ্বাইফ জিদ্দানঃ দ্বাইফ জিদ্দান অর্থ অতি দুর্বল। যে হাদীছের এক বা একাধিক রাওয়ীর গুনগত মান মোটেই ভাল নয়, এমন হাদীছকে দ্বাইফ জিদ্দান বলা হয়।

দ্বাইফ জিদ্দান রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ কি না, এব্যাপারে সন্দেহ খুবই প্রবল। তাই এমন হাদীছকে মেনে নেওয়া মোটেই উচিত নয়।

মাতরুকঃ মাতরুক অর্থ পরিত্যাজ্য। যে হাদিছের রাওয়ী মোটেই মান সম্পন্ন নয়। হাদিছের ব্যাপারে যার মিথ্যা প্রমানিত। এমন রাওয়ীর রিওয়ায়াতকে মাতরুক বলা হয়।

মাতরুক রিওয়ায়াত হাদীছ না হবার সম্ভাবনাই বেশী। তাই এমন হাদীছকে কোন ভাবেই মেনে নেওয়া হয় না বা মেনে নেওয়া বৈধ নয়।

মাওদ্বুঃ মাওদ্বু' অর্থ জাল, বানোয়াট। যে রিওয়ায়াত রাসূলের হাদীছ নয়। বরং শয়তান ও তার দুসরদের বানানো জাল বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। ইহাকে মাওদ্বু' বলা হয়। মাওদ্বু' হাদীছ মিথ্যা ও বানোয়াট। তাই ইহা মেনে নেওয়া পাপ।

বিঃ দ্রঃ= আক্বাইদের ক্ষেত্রে শুধু মুতাওয়াতির ও মাশহুর হাদীছ মানা হয়। বিধানের ক্ষেত্রে শুধু মুতাওয়াতির, মাশহুর, সাহীহ ও হাসান হাদীছ মানা হয়।

এই নিয়ম মেনে হাদীছকে গ্রহণ করলে দ্বীন বুঝা সহজ হবে ইনশা আল্লাহ।

www.muftisaeed.org.uk